



প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ একুশের ভাষা শহিদরা ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে: রাশিয়ান স্টেট ইউনিভার্সিটি ফর দ্য হিউম্যানিটিজের আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস একুশে ফেব্রুয়ারীতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

রাশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসান ঐ দিন দুপুরে রাশিয়ান স্টেট ইউনিভার্সিটি ফর দ্য হিউম্যানিটিজ (আর এস ইউ এইচ) কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর উপর জুম প্লাটফর্মে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ভাষা আন্দোলনের মহান শহিদদের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং বলেন যে একুশের ভাষা শহিদরা বিশ্বব্যাপী ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। এই আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান ছাড়াও রাশিয়া, ভারত, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও কিরগিজস্তানের এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, উজবেকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত ও মুম্বাইস্থ রুশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান তার বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিধৃত করেন। তিনি আরো বলেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে জনমত গঠন ও পরবর্তীতে জেলে থেকে নির্দেশনার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে সুসংগঠিত ভাবে পরিচালনা করেন। তিনি বলেন যে, ভাষা আন্দোলন বাঙালী জনমানসে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা ও ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির জনকের নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন যে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতাক্রমে একুশের শহিদদের মহান আত্মদানকে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ভাষা ও সংস্কৃতির



**Embassy of the People's
Republic of Bangladesh**
Zemledelchesky Pereulok 6
119121 Moscow
Russian Federation



**Посольство Народной
Республики Бангладеш**
Земледельческий переулок, 6
119121 Москва
Российская Федерация

মর্যাদা রক্ষায় বিশ্বব্যাপী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

ঐ সভায় অন্যান্য বক্তরাও বিশ্বে মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে একুশের শহিদদের থেকে প্রেরণা নেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এর আগে দিনের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের স্মরণে মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসান আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। এরপর শহিদদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যার কর্মসূচির প্রারম্ভেই ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন। এরপর মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রিত প্রবাসী বাংলাদেশীগণ এবং বিদেশী অতিথিবৃন্দ দূতালয়ের বঙ্গবন্ধু হলে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর এই দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান হয়।

এরপর মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উপলক্ষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদদের মহান আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিধ্বনিত হয়। পরিশেষে তিনি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য পরিসমাপ্ত করেন।

অতঃপর শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে বাংলাদেশী ও রাশিয়ানদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শেষে আমন্ত্রিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।



Tel : +7 (499) 246-78-04, +7 (499) 246-65-60, Fax : +7 (499) 766-43-00
E-mail : mission.moscow@mofa.gov.bd, bdootmoscow@gmail.com, Web : www.bangladeshembassy.ru